بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA
MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৪ নভেম্বর ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে সাক্ষাতের সম্মান লাভ করলো যুক্তরাজ্যের উত্তরাঞ্চল ও স্কটল্যান্ডের নাসেরাতুল আহমদীয়া সদস্যাবৃন্দ

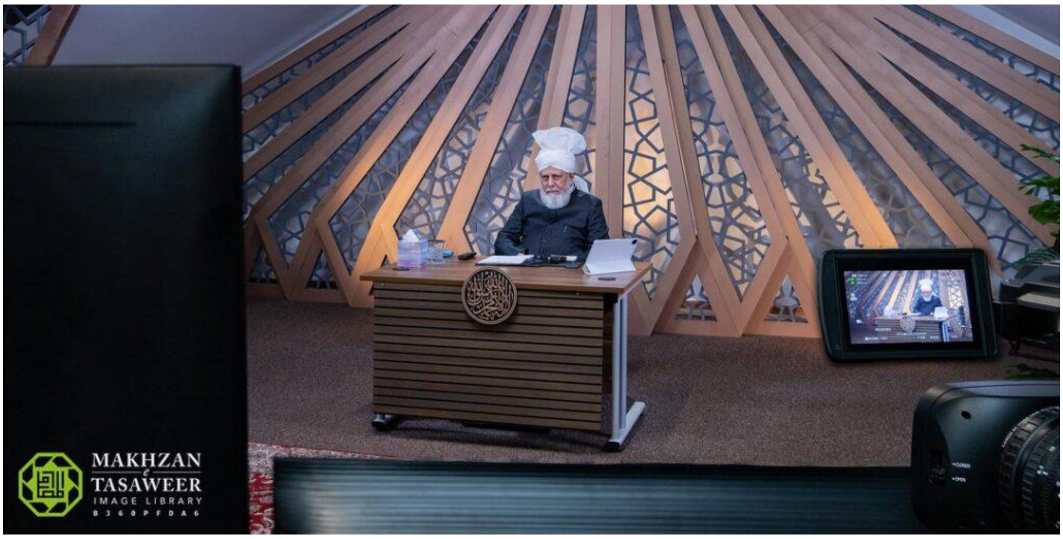

"ইসলাম সকল ধর্মের সুরক্ষা করে এবং চরমপন্থা, সন্ত্রাসবাদ বা অন্য ধর্মের ওপর আক্রমণ অথবা অস্ত্রবলে ইসলামের বাণী প্রচারের সাথে এর দূরতম সম্পর্কও নেই।"
— হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

৩০ অক্টোবর ২০২১, নাসেরাতুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের উত্তরাঞ্চল ও স্কটল্যান্ডের ১৩-১৫ বছর বয়সী সদস্যাদের সাথে এক ভার্চুয়াল অনলাইন সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ ভার্চুয়াল সভার সভাপতিত্ব করেন, আর নাসেরাতুল আহমদীয়ার সদস্যাবৃন্দ ম্যানচেস্টারের দারুল আমান মসজিদে সমবেত হন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতসহ কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর নাসেরাতুল আহমদীয়ার সদস্যাগণ হুযূর আকদাসের কাছে ধর্ম ও সমসাময়িক বিষয়াদি সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন উপস্থাপনের সুযোগ পান।

অংশগ্রহণকারীদের একজন সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের মাঝে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং বিষন্নতা প্রসঙ্গে হুযূর আকদাসের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"প্রায়শই এগুলোর (মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা) উদ্ভব এ কারণে হয়ে থাকে যে, আমরা বস্তুবাদী বিষয়গুলোতে অতিমাত্রায় ডুবে আছি। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাসমূহের গুরুত্বক্রম পরিবর্তিত হয়েছে — আল্লাহ্‌র ভালোবাসা এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য অনুসন্ধান করার পরিবর্তে, আমরা পার্থিব বিষয়াদির পিছনে ছুটছি। এটিই এর মূল কারণ। আর যখন সেই পার্থিব আকাঙ্ক্ষাসমূহ পূরণ হয় না, আর তুমি যা চাও তাই পাওয়া সম্ভব হয় না, তখন তুমি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ো, আর সেই হতাশা উৎকণ্ঠায় পরিণত হয়। এ কারণেই আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র স্মরণই হৃদয়ের তৃপ্তি এবং মনের প্রশান্তি লাভের সর্বোত্তম উপায়। সুতরাং, তুমি যে কোন সমস্যার সময়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো —

MAKHZAN
e
TASAWEER
IMAGE LIBRARY
B360PFDA6

তাঁর সামনে ঝুঁকো, তোমার পাঁচ বেলার নামায ব্যাকুলতা ও আন্তরিকতার সাথে আদায় করো – তাহলে আল্লাহ্‌ তোমাকে শান্তি দান করবেন এবং তোমার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করবেন, আর এর ফলস্বরূপ তুমি আরাম পাবে ও ভালো বোধ করবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আজকালকার দিনের অধিকাংশ রোগী যাদের উৎকণ্ঠার সমস্যা রয়েছে, তা এজন্য যে তারা পার্থিব বিষয়াদির দিকে অতিমাত্রায় ঝুঁকে আছে। সুতরাং, যদি তুমি আল্লাহ্‌ তা'লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে থাকো তাহলে তোমার উৎকণ্ঠা সমস্যার অন্তত শতকরা আশিভাগ শেষ হয়ে যাবে এবং বিদায় নিবে। সুতরাং, তুমি সৌভাগ্যবান যে আল্লাহ্‌ তা'লা তোমাকে সেই জামা'তের সদস্য হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন যেটি যুগের সংস্কারক, মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর অনুসারী, যার আবির্ভাবের সুসংবাদ স্বয়ং মহানবী (সা.) প্রদান করে গেছেন। তিনি আমাদেরকে বলেছেন যে পার্থিব বিষয়াদির পেছনে ছোটার পরিবর্তে, তোমার স্রষ্টার নৈকট্য লাভের জন্য সংগ্রাম করো আর সেটা তোমাকে পরিতৃপ্তি ও আরাম প্রদান করবে।"

নাসেরাতুল আহমদীয়ার আর একজন সদস্যা জানতে চান ধর্মের কী প্রয়োজন যেখানে কোন ধর্মের অনুসরণ ছাড়াই কারো পক্ষে সৎকর্ম করা সম্ভব।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যতদূর পর্যন্ত নৈতিক গুণাবলীর প্রশ্ন, একজন নাস্তিকেরও উত্তম নৈতিক গুণাবলী থাকতে পারে। তার মধ্যে সর্বদা সত্য কথা বলার গুণ থাকতে পারে, অথচ কোন কোন বিশ্বাসী বা ধর্মের অনুসারী সত্য কথা বলে না। তারা কখনও কখনও মিথ্যাবাদী আর তাই, সেই দিক থেকে, সেই নাস্তিক ঐসকল বিশ্বাসীর চেয়ে উত্তম। কিন্তু একই সাথে, এমনকি নাস্তিকরাও স্বীকার করেন যে, সকল উত্তম নৈতিক গুণাবলী এ পৃথিবীতে এসেছে, মানবজাতির কাছে পরিচিত হয়েছে, খোদা তা'লার পয়গম্বরদের মাধ্যমে, নবীদের মাধ্যমে। সুতরাং, এ বিষয়টি সাব্যস্ত করে যে, ধর্মই সেই উৎস, যা মানবজাতির জন্য এ পৃথিবীতে উত্তম নৈতিক গুণাবলী নিয়ে এসেছে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন যে, এই পার্থিব জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন নয়। মৃত্যুর পরেও এক জীবন রয়েছে আর এটা সেই বিষয় যা নবীগণ আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, এই জীবনের পরে এক অনন্ত জীবন রয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন যে, যখন তুমি এই পৃথিবীতে সৎকর্ম করো এবং যখন তুমি তোমার স্রষ্টার প্রতি তোমার দায়িত্ব পালন

করো এবং মানবজাতির প্রতি তোমার দায়িত্ব পালন করো, তখন আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে পরকালে এর প্রতিদান দান করবেন। এ কারণেই আমরা বলি যে, কেবল উত্তম নৈতিক গুণাবলী প্রদর্শনই নয়, বরং একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর – ধর্মের অনুসারীর – আল্লাহ্ তা'লার প্রতি দায়িত্বও পালন করা উচিত এবং সেইভাবে চলা উচিত আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যেভাবে চলতে শিখিয়েছেন। ... আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, যদি তোমরা আল্লাহ্র উপাসনা করো, তবে এটি তাঁর কোন কাজে আসবে না – এটা তোমারই জন্য কল্যাণকর হবে; কেননা, এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে এই পৃথিবীতে এবং পরকালে প্রতিদান প্রদান করবেন। আর দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, তোমার উচিত অপরাপর মানুষের প্রতি তোমার দায়িত্ব পালন করা আর সেটির পুরস্কারও পরকালে তোমরা লাভ করবে। একজন নাস্তিক, বা একজন অবিশ্বাসী কেবলমাত্র এই দুনিয়াতেই তার প্রতিদান পেয়ে থাকেন; কিন্তু, একজন বিশ্বাসী তার প্রতিদান ইহকালেও পাবেন এবং পরকালেও পাবেন। ধর্মের অনুসরণ করার এই হলো কল্যাণ।"

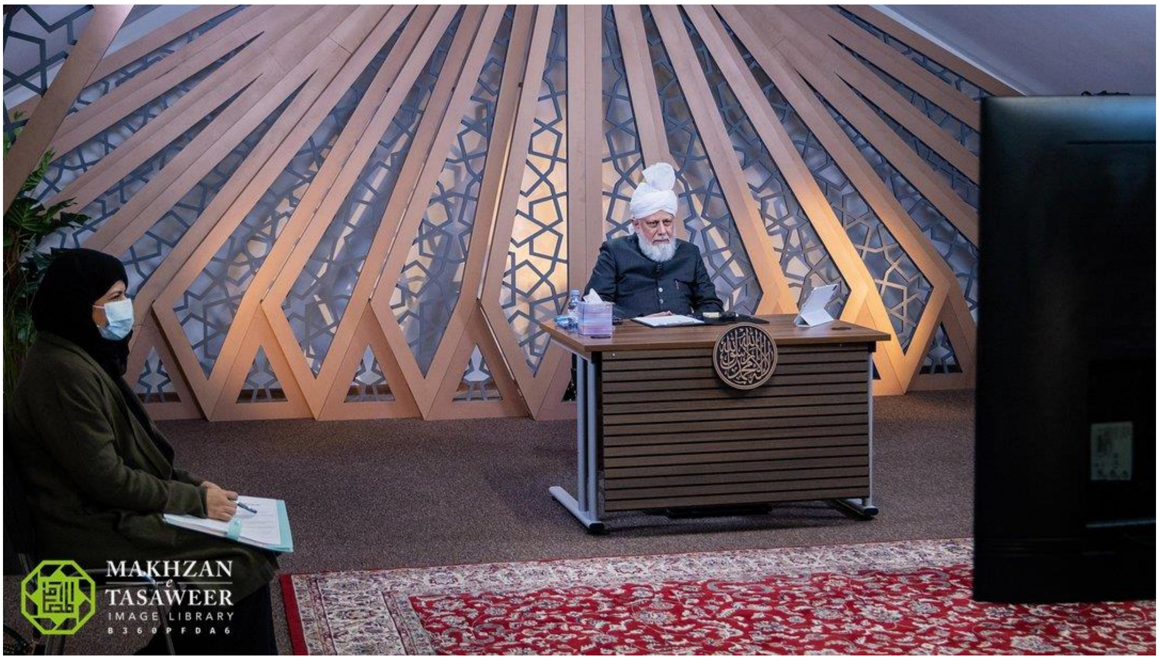

আরেকজন অংশগ্রহণকারী উল্লেখ করেন যে, তার স্কুলের পাঠ্যক্রমে তারা সন্ত্রাসবাদ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে থাকে। তিনি জানতে চান কীভাবে তিনি মানুষকে একথা অনুধাবন করতে সহায়তা করতে পারেন যে, ইসলামের সাথে সন্ত্রাসবাদের কোন সংযোগ বা সম্পর্ক নেই।

উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সন্ত্রাসবাদের সাথে ইসলামী শিক্ষার দূরতম সম্পর্কও নেই। আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, একজন মানুষকে হত্যা করা পুরো মানবজাতিকে হত্যা করার শামিল, আর একজন মানুষের জীবন বাঁচানো পুরো মানবজাতির জীবন বাঁচানোর সমতুল্য। আর পবিত্র কুরআন বলে যে, কোন ব্যক্তিকে বিনা কারণে হত্যা করা তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। কিন্তু মুসলমানরা কী করছে? মুসলমানরা একে অপরকে হত্যা করছে। সুতরাং, সেই সকলে যারা একে অপরকে হত্যা করছে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসারে এবং মহানবী (সা.)-এর বর্ণনা অনুসারে তারা সকলেই জাহান্নামে যাবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"ইসলাম বলে যে, ইসলাম প্রচারের জন্য তোমার কখনোই অস্ত্র ধারণ করা উচিত নয়। এমনকি যখন ইসলামের শত্রুদের সাথে পাল্টা লড়াই করার প্রথম আদেশ পবিত্র কুরআনের সূরা আল-হাজ্জ-এ প্রদান করা হয়, সেখানেও স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে পাল্টা লড়াই করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে – যেন ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমরা প্রতি আক্রমণ করতে পারো – কেননা এখন যদি তোমরা তাদেরকে যা ইচ্ছে তাই করার জন্য ছেড়ে দাও

তাহলে পৃথিবীর বুক থেকে ধর্মের চিহ্ন মুছে যাবে। তোমরা কোন ইহুদি উপাসনালয়, কোন গির্জা, কোন মন্দির বা কোন মসজিদ অক্ষত দেখতে পাবে না। সুতরাং, এখানে যখন আক্রমণের উত্তর দেওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, তখন তার উদ্দেশ্য ইসলামকে বাঁচানো ইসলামের বিস্তার নয়! বরং, এর উদ্দেশ্য ধর্ম বিষয়টিকেই বাঁচানো। ... সুতরাং, এটি প্রদর্শন করে যে, ইসলাম একটি সন্ত্রাসবাদী ধর্ম নয়। বরং, এটি ধর্মকে রক্ষা করে। ইসলাম সর্বপ্রকার সন্ত্রাসবাদের বিরোধী এবং এটি সকল প্রকারের চরমপন্থার বিরোধী।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“বর্তমান যুগের (চরমপন্থী/সন্ত্রাসী) লোকেরা ইসলামের নামে যা-ই করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলামের নামকেই বদনাম করছে। তারা পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের অপব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, এ বিষয়ে সাব্যস্ত করার প্রয়াসে যে (সহিংস) জিহাদের অনুমতি রয়েছে এবং তা ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ... যেভাবে আমি ইতোমধ্যেই বলেছি, ইসলাম সকল ধর্মের সুরক্ষা করে এবং চরমপন্থা, সন্ত্রাসবাদ বা অন্য ধর্মের ওপর আক্রমণ অথবা অস্ত্রবলে ইসলামের বাণী প্রচারের সাথে এর দূরতম সম্পর্কও নেই।”

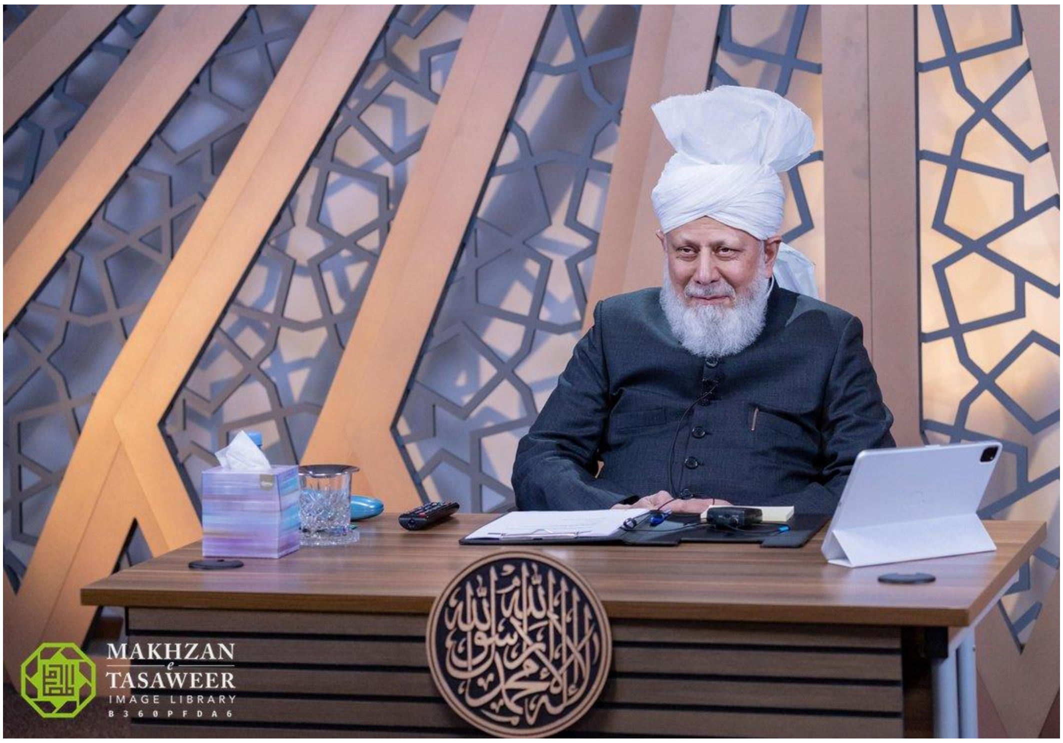

উপস্থিতদের আরেকজন হুযূর আকদাসের কাছে জানতে চান কীভাবে কারো পক্ষে সৈয়দ তালে আহমদ-এর মত হওয়া সম্ভব, যিনি ইসলাম এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের সেবায় নিয়োজিত থাকা অবস্থায় শাহাদত বরণ করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করো। আল্লাহ্ তা’লার বাণীকে ছড়িয়ে দাও। একজন উত্তম বিশ্বাসী এবং উত্তম মুসলমান হিসেবে নিজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করো, যেন মানুষ তোমাদেরকে দেখে বলে যে এরাই ঐসকল কিশোরী যাদের মাঝে ইসলামের শিক্ষার সঠিক চিত্র বিকশিত হয়েছে। যতদূর পর্যন্ত শাহাদতের সম্পর্ক, আল্লাহ্ ভালো জানেন তিনি কাকে এই মর্যাদা প্রদান করবেন। কিন্তু আমাদের অন্ততপক্ষে ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করে এবং নিজেদেরকে উত্তম মুমিন এবং উত্তম মুসলমান হিসেবে উপস্থাপন করে আমাদের নিজেদের দায়িত্ব পালন করা উচিত।”